শেষ লেখা

(গল্পগ্রন্থ – কুশল পাহাড়ি)

গৃহপ্রাঙ্গণে ভবনশিখী পাখা মেলে নেচে বেড়াচ্ছে অতিমুক্তলতার পাশে পাশে। কাল রাত্রে প্রমোদগৃহে যে জাতিপুষ্পেরসুগন্ধি মাল্য ব্যবহৃত হয়েছিল, সেটা বাতায়ন-বলভিতেপ্রলম্বিত। বোধ হয় পরিত্যক্ত। আর সেটার কি দরকার !

অতিমুক্তলতার ফাঁকে ফাঁকে দূরের নীল শৈলশ্রেণির তুষার-মুকুট চোখে পড়ে, মাসটা চৈত্র, কিন্তু বেশ শীত। | সুন্দরী ভদ্রা প্রাঙ্গণ উত্তীর্ণ হয়ে বহির্দ্বারের কাছে এসে তরুণ স্বামীর দিকে অপাঙ্গদৃষ্টিতে চেয়ে বললে, রও, তুমি কখন ফিরবে বলে যাও !

নন্দকে অত্যন্ত অনিচ্ছায় যেতে হচ্ছে গৃহ ছেড়ে। তিনি যেতেআদৌইচ্ছুকনন। নবপরিণীতাসুন্দরীবধুপ্রাসাদ-অলিন্দেআলুলায়িত কুন্তল অবস্থায় দণ্ডায়মানা, শাক্যবংশের প্রাসাদএকাই যেন আলো করেছে এই প্রভাতকালে, নবোদিত সূর্যেরআলো ম্লান হয়েছে না ওর মুখের সপ্রেম চাহনির আলোয় !

রাজকুমার নন্দ একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলেন। উপায় নেই, যেতেই হবে। কাল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগবান জিন তথাগতন্যগ্রোধারাম বিহার থেকে শাক্যদের প্রাসাদের কনিষ্ঠ নন্দেরআলয়ে ভিক্ষা করতে এসেছিলেন।

দাদা কতকাল পরে আবার শাক্যদের প্রাসাদ আলোকরেছেন ফিরে এসে। মহাপ্রজাপতি গৌতমী যদিও নন্দকেঅঙ্কে পেয়েছিলেন প্রৌঢ় বয়সে, তবুও শাক্যকুলগৌরবভগবান বুদ্ধকে তিনিই মানুষ করেছিলেন তাঁর মাতার মৃত্যুরপর থেকে। কুমার সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করে যাওয়ার পরে তাঁরদুঃখের সীমা ছিল না। নন্দকে কোলে পেয়েছিলেন তাই—নয়তো বাঁচতেই পারতেন না। সুন্দর, সুঠাম, সুশীল নন্দ। তারচোখের পুতুল, তাঁর কতদিনের স্বপ্ন।

মহাপ্রজাপতি গৌতমীর কৈশোরকালের নাম ছিল মায়া।যখন তিনি প্রথমে শাক্যরাজপ্রাসাদে আসেন নববধুরূপে, তার আগেই তাঁর কনিষ্ঠা ভগ্নী মহামায়ার বিবাহ হয়েছিলএখানে। যখন মহামায়ার কোনো পুত্রসন্তান হল না অনেকদিনপর্যন্ত, তখন প্রজারা রাজা শুদ্ধোধনকে পুনরায় বিবাহ দিলেমহামায়ার বড়দিদি মায়ার সঙ্গে। তারপর মহামায়ার কোলে এলেন সিদ্ধার্থ। তার কতদিন পরে মায়া পেলেন আয়ুষ্মান নন্দকে নিজের ক্রোড়ে।

সেই নন্দ !

কপিলাবস্তু নগরীর সমাজস্থান, চতুষ্পথ, হট্ট, ক্রীড়াস্থান অন্ধকার করে যেদিন রাজকুমার সিদ্ধার্থ গভীর নিশীথে গৃহত্যাগ করে চলে গেলেন, সেদিন এই নন্দই ছিলেন রাজা শুদ্ধোধনেরও মায়ার একমাত্র ভরসা। নন্দ তখন বালক, দাদা গৃহত্যাগকরাতে তিনি কেঁদে আকুল হয়েছিলেন। বড় ভালোবাসতেনতিনি দাদাকে। কপিলাবস্তুর রাজভবন, প্রাচীর, গোপুর ওচত্বর হাহাকারে ভরে গিয়েছিল সেদিন।

ইতিমধ্যে আয়ুষ্মান রাজকুমার নন্দ যৌবনাবস্থায় উপনীতহয়েছেন, জ্যেষ্ঠের গুণগান ও যশঃসৌরভ সুদূর কাশী, রাজগৃহও পাটলিপুত্র থেকে বাতাসে বহন করে এনেছে কপিলাবস্তুরচতুষ্পথে। ভগবান জিন দেবতা, তিনি মহাবাণী প্রচার করেছেনদিকে দিকে। রাজগৃহের নৃপতি ও শ্রেষ্ঠীদের শিরোভূষণ তারসেই দাদার পাদপ্রান্তে আনমিত হয়েছে—এ কথাও কতলোকের মুখে মুখে এসে পৌঁছেচে এখানে।

কতকাল পরে সেই তাঁর দাদা প্রত্যাগমন করেছেনকপিলাবস্তুতে। আজ কত আনন্দের দিন শাক্যকুলের ! অবশ্য তিনি প্রাসাদে আসেন নি, ন্যগ্রোধারাম বিহারে শিষ্যপরিবৃতহয়ে বাস করছেন। কাল সন্ধ্যায় এসেছিলেন কনিষ্ঠ ভ্রাতাআয়ুষ্মান নন্দের আলয়ে ভিক্ষা করতে। ভ্রাতৃবধূ কল্যাণী ভদ্রাঅত্যন্ত আদর করে তাকে অন্ন পরিবেশন করেছিলেন, অতিসুস্বাদু অন্ন। যাবার সময় অনেকগুলো সুপক্ক ফল দিয়েছিলেনসঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে। ভগবান তথাগত কনিষ্ঠকে আদেশকরে গেলেন—এ ফলগুলো তুমি কাল সকালে নিশ্চয়ই আমার কাছে নিয়ে আসবে। তুমি নিজে এসো, অন্য কারোহাতে পাঠিও না।

তাই আজ রাজকুমার নন্দ সেই ফলগুলি একটি বেতসলতায় প্রস্তুত আধারে রক্ষা করে আধারটি হাতে ঝুলিয়েনিয়ে চললেন।

সুন্দরী ভদ্রাকে ছেড়ে নন্দ একদণ্ডও থাকতে পারেন না কোথাও। মাত্র সম্বৎসর অতীত হয়েছে নন্দ বিবাহ করেছেন।নবপরিণীতা কিশোরী পত্নীকে চোখের আড়াল করার সাধ্যনেই নন্দের। দুজনে মিলে একসঙ্গে অঞ্জন, অভ্যঞ্জন, স্নান, গাত্রসংবাহন, আমিষ ও মধু সেবন, চিত্রকর্ম, মাল্যধারণ, চন্দন-অনুলেপন—এই সব চলছে। এই কয়দিনের প্রতিদিনই নন্দ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাগুরু ভগবান তথাগত জিনকে দর্শন করতে গিয়েছেন—কিন্তু না, বেশিক্ষণ থাকতে পারেন নি। সর্বদা ভদ্রার মুখ মনে পড়ে। সমস্ত জগতের মধ্যে ওই একখানি সুন্দর মুখ গড়েছিলেন বিধাতাপুরুষ। ওই একখানি রূপেরমধ্যে সারা পৃথিবীর রূপের মঞ্জুষা। ওকে বলে বোঝাতে হয় না, ফুটন্ত ফুলের মতো ওর বাণী ওর রূপের মধ্যেই মুখর হয়ে উঠেছে দিনরাত।

ভগবান জিন বলতেন, নন্দ, এখুনি যাবে ?

সলজ্জ শিরঃকম্পনের সঙ্গে নন্দ বলতেন, হ্যাঁ দাদা।

—বেশ, যাও।

ক'দিনই এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করেন প্রশান্তবুদ্ধি, দূরদর্শীমহাপুরুষ, কিছু বলেন না। কনিষ্ঠের গমনপথের দিকে স্নেহ ও অনুকম্পার দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখেন।

আজ এত সকালে এখনই যেতে হবে বধূকে ছেড়ে, মন করছিল না রাজকুমারের। কিন্তু উপায় নেই, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারআদেশ লঙ্ঘন করার সাধ্য নেই, যেতে হবেই।

ভদ্রা বললে, কখন আসবে ?

—বেলা দু'দণ্ডের মধ্যে।

—ভগবান জিনকে আমার প্রণাম জানিও। আমি অপেক্ষাকরব তোমার জন্যে।

—একসঙ্গে অভ্যঞ্জন করব ফিরে এসে। স্নান ও কেলিও।

ভদ্রার বিশাল নয়ন দুটি কৌতুকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, হাততালি দিতে দিতে বললে, খুব ভালো খুব ভালো, শীগগিরএসো আয়ুষ্মান, অপেক্ষা করে থাকব তোমার জন্যে—

একটা পেচক কর্কশ রবে হর্ম্যের উপর দিয়ে উড়ে গেলকি ?

নন্দ বা ভদ্রা কেউ শুনতে পেলেন না সে রব। সুখী নন্দ, সুমনা ভদ্রা। কপিলাবস্তুর প্রাসাদ শিখরে দিবসের প্রথম প্রহরঘোষণা করেছে সূর্যদেবের তরুণ কিরণ।

ন্যগ্রোধারাম বিহারে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের প্রভাত-পরিচর্যা সমাপ্ত হয়েছে। ভগবান জিন আজ যে আগ্রহের দৃষ্টিতে বারবার চাইছেন পথের দিকে।

একজন ভিক্ষুকে বললেন, আবুস, রাত্রে ভালো নিদ্রা হয় নি।

—কেন ?

—এ স্থানে কীটের উপদ্রব। এক পাত্র সুবচল রস আমাকেদিয়ো পানের জন্যে। নতুবা অনিদ্রাহেতু শিরঃপীড়া উপস্থিতহবে।

—আপনার যেমন আজ্ঞা। আপনার ইচ্ছাই তপস্যারআত্যন্তিকী সিদ্ধি।

এমন সময়ে বিনীত হাস্যমুখে রাজকুমার নন্দ জ্যেষ্ঠেরপাদবন্দনা করে ফলপূর্ণ করণ্ডকটির সামনে স্থাপন করলেন।ভগবান জিন কনিষ্ঠের মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কিহে নন্দ, শরীর ভালো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ফলপূর্ণ করণ্ডকটি কি খুব ভারী ?

—আজ্ঞে না।

—ওই ভারটি স্বচ্ছন্দে বহন করলে কেন, বল তো ?অন্যকারো জন্যে কি বহন করতে ?

—ভন্তে, না।

—এ কথা সত্যি কি না ?

—হ্যাঁ ভন্তে, এ কথা সত্যি।

—তবে এখন কেন বহন করলে ওটি ?

—ভগবান, আপনাকে ভালোবাসি। আপনার কর্মেআমার আনন্দ। কষ্ট হবে কেন ?

রাজকুমার নন্দ আরো কিছুক্ষণ পূজনীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারসঙ্গে কথাবার্তা বললেন। বিহারের এদিকে-ওদিকে গেলেন।এদিকে মন ছটফট করছিল, বেশিক্ষণ আর থাকা চলে না।চক্ষুলজ্জার খাতিরে আরো অর্ধদণ্ড এদিক-ওদিক করতে হল।তারপর ভগবান জিনের পাদবন্দনা ও প্রদক্ষিণ করে বিদায়প্রার্থনা করলেন। হায়, তখন তিনি জানতেন না যে বাজপাখিরকবলগত তিনি! বুদ্ধদেব কনিষ্ঠের দিকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চেয়েবললেন, কোথায় যাবে নন্দ ?

—গৃহে?

—গৃহঃ গৃহে আসক্ত হয়ো না। কেননা গৃহ—তৃষ্ণা, রাগ, বিবাদ, মন, মান, স্পৃহা, ভয়, দৈন্য, মনঃপীড়া ইত্যাদির নিদানএবং জন্ম-মরণের আলবাল। গৃহ ছেড়ে বাইরে এসেছ আমারইইচ্ছায়। আমি তোমাকে স্নেহ করি। তোমার মধ্যে আধ্যাত্মিকসম্ভাবনা রয়েছে। বৃথা গৃহবাসী হয়ে সে সম্ভাবনা নষ্ট কোরো না। জাগতিক সুখ দুদিনের, তার জন্যে চিরস্থায়ী সুখকে নষ্টকরবে কেন ?আমার ইচ্ছা তুমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর।

রাজকুমার নন্দের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। এ কি সর্বনেশে কথা পূজনীয় জ্যেষ্ঠের মুখে !ভগবান জিনতাঁর সঙ্গে রহস্য করছেন না তো ?

বুদ্ধদেব কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নিরুত্তর দেখে আবার বললেন, কি নন্দ, কথা বললে না যে ?

নন্দ অতীব বিনয়ের সঙ্গে বললেন, ভন্তে, আমি সম্প্রতিবিবাহ করেছি, আপনি জানেন। আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবারযোগ্য নই। মন যদি—মানে—সংসারের দিকেই থাকে, প্রব্রজ্যাগ্রহণ করা মিথ্যাচার হবে না কি ?মিথ্যাচারে অভিরুচি হয় না, দেব।

নন্দ জানতেন না মহামানবের বজ্রকঠোর নির্মম দৃষ্টিতার ওপর নিপতিত। পাথরের দেবতার মতো তিনি নির্বিকার, শিষ্যের কোনো দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিতে রাজী নন। তাকে তিনিসাধনোজ্জ্বল আত্মার সত্যদৃষ্টি ও নির্বাণ দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যাবেকোথায় বাবাজি?

ধীরে ধীরে বুদ্ধদেব বললেন, শোন। প্রেম ক্ষণস্থায়ী, অনিত্য। যতদিন যৌবন, প্রেম ততদিন। রমণীর সৌন্দর্যও দুদিনের। স্বপ্ন-দৃষ্ট ব্যাঘ্র বা অপ্সরী স্বপ্নদ্রষ্টার নিজেরই একটিঅংশ। এক অখণ্ড আমিই মোহগ্রস্ত অবস্থায় নিজেকে বহুরূপেদেখছি। জগৎ কোথায় ?জগৎ নেই !

রাজকুমার নন্দ আয়ত সুন্দর চক্ষু দুটি তুলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারমুখের দিকে চেয়ে রইলেন। চক্ষে ব্যাধপীড়িত মৃগের কাতরদৃষ্টি।

ভগবান জিন বললেন, শোন নন্দ। তোমার কথা মিথ্যানয়, তুমি ঠিকই বললে। কিন্তু কি জান, পুরুষকার একটা খুব বড় জিনিস। চেষ্টা ছাড়া কিছু হয় না। হাত-পা গুটিয়েবসে থাকলে জন্ম বৃথা যাবে, বার বার জন্মমৃত্যুর যূপকাষ্ঠেব্রাহ্মণদের যজ্ঞীয় পশুর মতো বলি প্রদান করবে নিজেকেনিজে। এ থেকে কোনোদিন উদ্ধার

পাবে না, মুক্তি পাবে না।সেটা ভালো, না এই এক জন্মেই দেহ, কাল ও অহঙ্কাররূপবস্তুকে নির্মমভাবে ধ্বংস করে শাশ্বত শান্তি ও আনন্দ লাভ করাভালো ?বল শুনি !

রাজকুমার নন্দ বললেন, ভন্তে, জন্ম-মৃত্যু নিরোধকরাই ভালো।

—বেশ। তবে প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর। আর গৃহে ফিরে যেয়োনা। এই শুভ মুহূর্তটির প্রতীক্ষাতেই আমি ছিলাম। শুভ মুহূর্ত জীবনে একবার আসে, দুইবার আসে না। হেলায় হারিয়ো না মুহূর্ত। যখন সত্যে প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন দেখবে সংসার-সুখতার কাছে অতি তুচ্ছ।

নন্দশাক্যকুলজাত ক্ষাত্র বীর। আজ্ঞানুবর্তিকা তোকুলের ধর্ম।

বীরের মতই তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশে তরুণী পত্নীপ্রেমময়ী ভদ্রাকে মন থেকে মুছে ফেলে মাথা নীচু করে ঈষৎহেসে বললেন, আপনি যা বলেন।

—প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে ?

—আপনি যা বলেন।

—আজই মস্তক মুণ্ডন করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর। আরএকটি কাজ করতে হবে। বড় কঠিন কাজ।

—আদেশ করুন।

—ভিক্ষাপাত্র হাতে ভিক্ষা করতে যেতে হবে তোমারজননী ও পত্নীর কাছে। আজই।

—আপনি যা বলেন।

এক বৎসর অতীত হয়েছে।

পুনরায় ফাল্গুন মাস। কিংশুক ও চম্পক ফুলের মেলাবসেছে বনে বনে, শৈলসানুতে, অধিত্যকার গর্ভদেশে। প্রকাণ্ডএকটি ভেরীর মতো শিমুল বৃক্ষের কাণ্ড বেঁকে দাঁড়িয়ে আছেআকাশের নিম্নে। মাথায় তার ফুটন্ত ফুলের শোভা।

শ্রাবস্তিপুরের জেতবনবিহারে ভগবান তথাগত একটিনাগকেশর বৃক্ষের ছায়ায় বসে শক্রর পিণ্ড ভোজন করছেন, পার্শ্বে একটি স্থালীতে শালিধানের সিদ্ধান্ন—পুষ্পভদ্রকবিহারের ভিক্ষুণী উর্মিমাতার প্রেরিত, ভগবান তথাগতেরসেবার জন্য।

এমন সময়ে জনৈক ভিক্ষু এসে কাছে দাঁড়াতেই বুদ্ধদেববললেন, আবুস, কিছু বলবে ?

—ভন্তে, নিবেদন আছে।

—বল।

—ভন্তে, আজ আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভিক্ষু নন্দ আরএকজন ভিক্ষুর কাছে বলছিলেন, তিনি গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাবর্তনেইচ্ছুক। ব্রহ্মচর্যপালন আর তার দ্বারা নাকি সম্ভব হচ্ছে না।

—কার কাছে বলছিল ?

—ভিক্ষু ভেণ ও ভিক্ষু উন্মুকের কাছে।।

—আবুস, তুমি আমার নাম করে আয়ুষ্মান নন্দকে বলো, আমি তাকে ডেকেছি। আর সামান্য লবণ পাঠিয়ে দিয়ো ওরহাতে।

—ভন্তে, আপনার যা আজ্ঞা।

আয়ুষ্মান নন্দ জ্যেষ্ঠের ডাক শুনে প্রমাদ গণলেন।সমবয়সী ভিক্ষু উন্মুকের কাছে আজই সকালে দু-একটাবেফাঁস কথা বলে ফেলেছিলেন বটে মনের দুঃখে, কিন্তু—

ভগবান জিন কনিষ্ঠের মুখের দিকে স্নেহভরে চেয়ে বললেন, নন্দ তুমি কারো কাছে কিছু বলেছিলে আজ ?

—ভন্তে, বলেছি।

—বলেছ যে, ব্রহ্মচর্য পালন করা আর তোমার দ্বারাসম্ভব নয়, তুমি গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাবর্তনে উৎসুক ?

—ভন্তে, এ কথা সত্য।

—কারণ কি আমাকে বলবে ?রাজকুমার নন্দ মাথা হেঁট করে নীরব রইলেন। কোনোকথা বললেন না।

ভগবান জিন বললেন, লবণ এনেছ ?

—ভন্তে, এনেছি।

—স্থালীতে নিক্ষেপ কর।

—যথা আজ্ঞা।

—এখন বল, ব্রহ্মচর্য পালন কেন তোমার দ্বারা অসম্ভব ?গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছ, এখন আবার গৃহে ফিরতে চাও কি জন্যে খুলে বল।

আয়ুষ্মান নন্দ অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে চোখ মাটির দিকে রেখে বলতে আরম্ভ করলেন, ভন্তে, আমার প্রগল্‌ভতারজন্যে ক্ষমা করবেন। আমার সংসার ভোগ করার স্পৃহা গেল না। আর একটি কথা, যখন সেদিন ফলপূর্ণ করক-হস্তে আপনার সমীপে ন্যগ্রোধারামে যাই, তখন আপনার ভ্রাতৃবধূ জনপদকল্যাণী গৃহদ্বারে দাঁড়িয়ে সপ্রেম দৃষ্টিতে আমার দিকেচেয়ে বার বার ব্যাকুল স্বরে বলেছিল, ফিরে এসো তাড়াতাড়িপ্রিয়, বিলম্ব কোরো না যেন। তার সেই আলুলায়িতকুন্তলামূর্তিতে আজও যেন সে সেই দ্বারে দাঁড়িয়ে আমায় ডাকছে।আমি তার সেমূর্তি ভুলতে পারছি না, দেব। আমায় গৃহস্থাশ্রমে ফিরে যেতে অনুমতি দিন।

বুদ্ধদেব প্রসন্ন হাস্যে বললেন, সাধু আয়ুষ্মান নন্দ, সাধু !তুমি সত্যবাদী, অকপট। এই জন্যেই তোমাকে গৃহের বাইরে এনেছিলাম। তুমি কুলপুত্র, সত্যজ্ঞানের জন্যে গৃহত্যাগ করেএসে আবার গৃহে ফিরে গেলে অত্যন্ত নিন্দার কথা হবেসেটা। বংশ পতিত হবে। তপস্যা কর, নতুবা জ্ঞান লাভ হবে না । কর্মই কর্মকে জানিয়ে দেবে, ক্রমে আনন্দ ও বল পাবেমনে। আপাতমধুর অনিত্যবস্তুর প্রলোভনে শ্রেয় ত্যাগ করা কি বুদ্ধিমানের কাজ ?যাও, খুব মনোযোগের সঙ্গে চেষ্টা কর।

রাজপুত্র আয়ুষ্মান নন্দ নিজের কুটিরে ফিরলেন। আবারকিছুদিন ধরে একমনে অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুশীলন চালানঅধ্যবসায়ের সঙ্গে। বিনয়গুলি যথাযথ প্রতিপালন করবারচেষ্টায় সারাদিন বেশ কেটে যায়; কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারেপদচিহ্নহীন প্রান্তরের দিকে চেয়ে মন কেমন করে ওঠে।

মনে হয়, কতদূরে সে দাঁড়িয়ে আছে ব্যাকুল প্রতীক্ষায়সেই গৃহদ্বারটিতে। এখনো সে আশা ছাড়েনি তার। ভদ্রার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। যেদিন ভিক্ষা করতে গিয়েছিলেন, সেদিন রাজপ্রাসাদে মহাপ্রজাপতি মাতা গৌতমী তাঁকে ভিক্ষা দিয়েছিলেন; কিন্তু ভদ্রা মূর্ছিতা ও জ্ঞানহীনা ছিল প্রাসাদকক্ষে, ভিক্ষুর কায়বেশে তাঁর আগমন শ্রবণ করে। আয়ুষ্মান নন্দের সঙ্গে ছিলেন ভিক্ষু স্থবির উপালী।

নন্দের ইচ্ছা ছিল পত্নীর মূর্ছাভঙ্গের জন্যে অপেক্ষাকরেন।

জ্ঞানবৃদ্ধি স্থবির উপালী অপেক্ষা করতে দেননি নন্দকে।বলেছিলেন, চল চল, আয়ুষ্মান। জননীর নিকট ভিক্ষা করলেই বিনয় প্রতিপালিত হল, যাই চল।

নন্দ রাজপ্রাসাদে চিত্রশিক্ষকের নিকট চিত্রকর্মশিখেছিলেন, ভালো চিত্র অঙ্কন করতে পারতেন।

কিছুকাল পরে তিনি এক উপায় বার করলেন।

ভদ্রাকেনা দেখে আর সত্যি থাকা যায়না। এক-একনির্জনসন্ধ্যায় মনে হয়, প্রাণ যেন আর দেহের পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকতেচাইছে না। ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইছে বিনয় প্রতিপালনেরশৃঙ্খল থেকে, অষ্টাঙ্গিক মার্গের পাশবন্ধন থেকে, সেইবহুদূরে প্রাসাদ-অলিন্দে, যেখানে এই বসন্তে নাগকেশরবৃক্ষে কুঁড়ি নেমেছে, বকুল ফুল ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ছেশিলাবেদিকায়, অতিমুক্তলতায় কচি রাঙা পত্রের উদ্‌গম হচ্ছে, ভদ্রা বাতায়ন-বলভিতে পুষ্পমাল্য রেখে একদৃষ্টে তাঁরআগমনপথের দিকে চেয়ে আছে। সেখানেই শান্তি, সেখানেইসুখ। নন্দ এক প্রস্তরফলকে ভদ্রার এক প্রতিমূর্তি আঁকলেন।সেই প্রতিমূর্তির সঙ্গে নির্জনে কথা বলেন, কত হাস্যপরিহাসকরেন, কখনো অশ্রুপাত করেন।

অনেক সময় সারারাত্রি এমন ভাবে কাটে।

নন্দআকুলস্বরে স্ত্রীর ছবির দিকে চেয়েকত প্রেম-সম্বোধনকরেন, অনুচ্চস্বরে গান গেয়ে শোনান।

নন্দের কুটিরের কাছাকাছি যে সব ভিক্ষুরা থাকেন, তাঁরাক্রমে ব্যাপারটা জানতে পারলেন।

দু-একজন বয়োবৃদ্ধ ভিক্ষু নন্দকে অনেক প্রবোধ দিলেন, অনেক সদ্ধর্মের উপদেশ দিলেন। দিলে কি হবে, মন মানে না, তিন-চার মাস ধরে ব্যাপারটা সমানে চলতে লাগল।প্রথমে কেউ বুদ্ধদেবের কানে কথাটা তুলতে সাহস করেননি।মাঠে বাস করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে এ রকম ব্যবহার সদ্ধর্মেরবিরোধী, বিনয়-আচরণের বিরোধী, সাধন-তপস্যার বিরোধী। সর্বাপেক্ষা লজ্জা ও সঙ্কোচের ব্যাপার এই যে, ইনি ভগবানজিন তথাগতের মাতৃষ্বসার পুত্র।

কয়েকজন ভিক্ষুতে মিলে যুক্তি ও পরামর্শ করে একদিনএকজন বিজ্ঞ ভিক্ষু পদ্মপাদ বুদ্ধদেবের নিকট গিয়ে ধীরে ধীরেনন্দের কাণ্ডকীর্তি সব নিবেদন করলেন।

ভগবান বুদ্ধদেব মনোযোগের সঙ্গে সবটুকু শুনেবললেন, আবুস, আয়ুষ্মান নন্দকে গিয়ে বলুন যে আমি তাকেডেকেছি।

—ভন্তে, আপনার যা আজ্ঞা।

নন্দকিছুক্ষণ পরে এসে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণকরে কিছুদূরে বিনীত ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তথাগত বললেন, নন্দ শুনলাম, তুমি পুনরায় ব্রহ্মচর্যেঅমনোযোগী হয়েছ, বিনয়গুলি রীতিমতো প্রতিপালন কর না ?

—ভন্তে, এ কথা সত্য।

—তুমি পাথরের গায়ে তোমার পত্নীর চিত্র অঙ্কন করেতারই দিকে তাকিয়ে রাত্রিবেলা হাসো কাঁদো ?

—ভন্তে, হ্যাঁ।

—কেন এমন আশ্রমবিরুদ্ধ আচরণ কর ?

—ভন্তে, এ কথা আমি পূর্বেই আপনাকে নিবেদন করেছি। আপনার ভ্রাতৃবধূ শাক্যানী জনপদকল্যাণীর কথা বিস্মৃত হতে পারছি না, তিনি আমার সমস্ত মন বুদ্ধি অধিকার করে আছেন বলেই আমি ব্রহ্মচর্যে স্থিতিলাভ করতে পারছি নে। আপনিআদেশ করুন, আমি গৃহস্থাশ্রমে ফিরে যাই। আমার কিছুইহচ্ছে না—দু'দিকই গেল।

ভগবান জিন স্নেহ ও অনুকম্পার দৃষ্টিতে এই তরুণবয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর তাকে ইঙ্গিত করলেন নিকটে এসে উপবেশন করতে।

ধীরে ধীরে বললেন, নন্দ, একটা পুরনো কথা বলিশোন। যখন উরুবিল্ব গ্রামের অরণ্যে আমি অভিসম্বোধিলাভ করলাম, তখন আমি ভাবলাম এ ধর্ম সাধারণের কাছে প্রচার করব কি না। ভোগাসক্ত বিচারশক্তিহীন ভাবপ্রবণ মানবসমূহের পক্ষে ধর্মের এ আদর্শ উপলব্ধি করা অত্যন্তকঠিন হবে। আমি নিশ্চেষ্ট

হয়ে সেই বনে কিছুকাল অবস্থানকরি। একদিন সাহস্পতি ব্রহ্মা আমাকে এসে অনুরোধ করেনমানবসমাজের কল্যাণের জন্য এই ধর্ম প্রচার করতে। তাঁরইকথায় আমি পূর্বসিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করি। তারপর মনে ভাবলাম, সর্বাগ্রে কার কাছে এ ধর্ম প্রচার করব ?কে বুঝবে ?

অনেক চিন্তার পরে আমার দুই পূর্বতন গুরু আবাদকালাম ও রুদ্রক রামপুত্রের কথা মনে পড়ল। তখনই ধ্যানেবসে দেখলাম, ঐ দুই মহাত্মা মাত্র দশ দিন পূর্বে দেহত্যাগকরেছেন। তা হলে উপায় ?মানুষ নেই, সবাই তোমার মতোনির্বোধ। তখন আমার পাঁচজন সাধনসঙ্গীর কথা মনে পড়ল। তাঁরা ছিলেন ঋষিপত্তন মৃগদাবে সাধনারত। এঁদের গিয়েউপসম্পদা দান করে ধর্মপ্রচারে নিযুক্ত করলাম। শীঘ্রই তারাসত্যতত্ত্বের ধ্যানে সম্পূর্ণ অধিকারী হলেন এবং জনসমাজে সদ্ধর্ম প্রচারের প্রকৃত যোগ্যতা লাভ করলেন। আমিও এইপঁয়ত্রিশ বছর সত্যের প্রচারে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছি। আমারনিজের উপলব্ধি এই যে, শিষ্য নিজের সংযম পবিত্রতা ওতপস্যার দ্বারাই মুক্তিলাভ করে, এ জন্যে চাই তার নিজেরদৃঢ় ইচ্ছা ও অধ্যবসায়। আমি তোমাকে শুধু পথ দেখিয়েদিতে পারি। বাকিটুকুকরতে হবে তোমার নিজের উদ্যমে ওসত্যসঙ্কল্পে। এখন কী তোমার অভিরুচি ?জীবনের দুঃখেরলবণ-জলধি পার হতে চাও, না পথভ্রান্ত নাবিকের মতো ঘুরেবেড়াবে জন্ম-জন্মান্তর ধরে ?

নন্দ মাথা নীচু করে বললেন, ভন্তে, আমি অত্যন্তদুর্বলচেতা। আমি বিনয় প্রতিপালন করতে পারছি না। আমাকেআদেশ করুন, আমি গৃহে ফিরে যাই। আমি আপনার স্নেহেরও কৃপার অযোগ্য।

ভগবান বুদ্ধদেব তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে স্নেহভাজনকনিষ্ঠ ভ্রাতার হস্তধারণ করে বললেন, চল, এস আমার সঙ্গে।

অবাক হয়ে গেলেন নন্দ। দাদা তাঁকে নিয়ে নক্ষত্রবেগে উড়ে চলেছেন নীল শূন্যপথ বেয়ে। পদতলে গোটা পৃথিবী লুপ্ত হয়ে গেল। উভয়ে এক অপূর্ব সুন্দর মহাদেশে উপস্থিত হলেন।দিকে দিকে সে দেশের সৌন্দর্যের মোহন লীলা; বিদ্যুতের,জ্যোৎস্নার, রমণীয় পুষ্পরাজির ও সংগীতের সমাবেশে যেনগোটা মহাদেশ স্বপ্নময়। বিদ্রুমবেদী ও হর্ম্যস্থলী স্থানে স্থানেযেন উপবন-মধ্যে বিরাজমান।

এমন সময়ে চারুহাসিনী লজ্জাবতী ঈষৎহাস্যময়ী বহুদিব্যনারীকে পরস্পর হাত-ধরাধরি করে অদূরে আবির্ভূতহতে দেখে নন্দ মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে রইলেন। রূপের জ্যোতিতে ভরিয়ে তুলেছে ওরা দশ দিক।

তারপর জ্যেষ্ঠের দিকে চেয়ে ভয়ে ও বিস্ময়ে জিজ্ঞাসাকরলেন, ভন্তে, এ কোন্ দেশ ?এই দেবীরাই বা কারা?

বুদ্ধদেব বললেন, এ দেশ ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ। এরা এ দেশেরঅপ্সরী। কামজয়ী পুরুষ ভিন্ন এরা অন্য কারো দৃষ্টিগোচর হয় না । আচ্ছা নন্দ, বল দেখি এরা শাক্যানী জনপদকল্যাণী অপেক্ষাঅধিক সুন্দরী, না শাক্যানী জনপদকল্যাণী এদের অপেক্ষাসুন্দরী ?

মুগ্ধ নন্দ উত্তর দিলেন, ভন্তে, এদের সঙ্গে কোনো সাদৃশ্যই নেই, তুলনা করা সম্ভব নয়।

—তবুও ?

—ভন্তে, এদের তুলনায় শাক্যানী জনপদকল্যাণীনাসিকা-কর্ণহীনা মর্কটীর ন্যায়।

—বেশ, শোন নন্দ, যদি তুমি মনোযোগসহকারে ব্রহ্মচর্য পালন কর, তবে আমি এই সমস্ত অপ্সরী তোমাকে লাভকরিয়ে দেব—প্রতিশ্রুতি দিলাম। এখন চল, জেতবনবিহারে ফিরে নিষ্ঠার সঙ্গে বিনয় ও ব্রহ্মচর্য অভ্যাস করবে। কেমন তো, রাজী ?

নন্দ কেমন যেন হয়ে গিয়েছেন। অদূরে ওই কিকুলাচল পর্বত, এই কি স্বর্গ ?আশ্চর্য দেশ ! ওখানে কি হেমন্তও শিশির ঋতুর চার অষ্টকাতে ভগবান শক্র এই অপরূপ রূপসী দেবকন্যাদের সঙ্গে বিহার করেন ?মরি মরি, এই পিঙ্গলবর্ণনীবীশোভিতা, চঞ্চলচরণা হাস্যময়ী দেবীগণেরঅপাঙ্গে যেন শাণিত তীর। এদের চরণকমল

নূপুরেররিনিঝিনিতে শব্দায়মান, কটিতটস্থ দুকূলরাজি কাঞ্চীকল্যাপেবিলাসান্বিত, এঁদের ক্ষীণ কটিদেশ কুচযুগের ভারে যেন পরিশ্রান্ত, কমলকোরকের সহিত স্পর্ধাধারী সকটাক্ষ নয়ন যেনসকল পুরুষার্থের সাধক।

বেচারী নন্দ ! তাঁর মাথাটি ঘুরে গেল। তিনি সব বিস্মৃতহলেন। ভুললেন কপিলাবস্তুর রাজপ্রাসাদ, ভুললেন কল্যাণীজনপদলক্ষ্মী ভদ্রার ব্যাকুল নয়ন দুটি। বললেন, ভন্তে, যদিএঁদের লাভ করতে পারি এমন প্রতিশ্রুতি দেন, তবে আমিওকথা দিলাম, আজ থেকে অতি নিষ্ঠা ও মনোযোগের সঙ্গে বিনয় প্রতিপালন করব।

ভিক্ষুগণ ক্রমে শুনলেন যে ভগবান তথাগতের কনিষ্ঠভ্রাতা নন্দ একপাল দেবকন্যা লাভের আশায় পুনরায় ব্রহ্মচর্য পালনে মনোযোগী হয়েছেন।

এবার অধ্যবসায় আগেকার চেয়ে অনেক বেশি।

দু'চারজন সমবয়সী ভিক্ষু ঠাট্টা করে বলতে লাগলেন, বাহবানন্দ, ভালো মজুরি বটে ! একেবারে একটি দল দেবকন্যালাভ !

কেউ কেউ বললেন, আরে বাবা, নন্দ বোকা নয়। দাদারকাছ থেকে পুরস্কারটি আগে আদায় করবার প্রতিশ্রুতি পেয়েতবে ব্রহ্মচর্য আরম্ভ করেছে। পাকা ঘুঘু নন্দ।

আয়ুস্মান নন্দ কারো কোনো ঠাট্টা-বিদ্রুপে কর্ণপাত না করে একাগ্র মনে প্রচণ্ড উৎসাহ ও অদম্য অধ্যবসায়ের সঙ্গেসাধনা করতে লাগলেন। তাঁর কঠোর আত্মসংযম ও বিনয়প্রতিপালনের দৃঢ়তা প্রৌঢ় ভিক্ষুগণকে পর্যন্ত তাক লাগিয়েদিল।

পাঁচবৎসর এইভাবে দিনরাত্রি কোথা দিয়ে কেটে গেল, নন্দ তার কোনো খবরই রাখেন না। অদূরবর্তী নির্বিন্ধ্যা নদীরবারিপতনে যেন সত্যতত্ত্বের আভাস ভেসে আসে। সকলপ্রকার গার্হস্থ্য সুখের চিন্তা তিনি ক্রমে পরিত্যাগ করলেন। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ-যশ, মুক্তি, বিলোপ ও নির্মমলোক প্রভৃতিরসমুদয় আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ঋতুসমূহের পুষ্পস্তবক ফল ও নবীনকিশলয়রাজি বারংবার তার উগ্র তপস্যার সম্মুখে নতমস্তকেঅভিবাদন জানিয়ে গেল।

একদিন রজনীর শেষাযামে ঊষার অরুণচ্ছটা দিগ্বলয়েউঁকি দেবার উপক্রম করেছে, এমন সময় হঠাৎ জেতবনদিব্যজ্যোতিতে পূর্ণ হয়ে গেল। এক দীপ্তিমান দেবতা ধ্যানাসনে উপবিষ্ট ভগবান তথাগতের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন এবং তাঁকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে বিনীতভাবে জানালেন, ভগবান, অদ্য ভগবানের মাতৃষ্বসাপুত্র আয়ুষ্মান নন্দ ক্ষীণাঙ্গ হয়েচেতোবিমুক্তি লাভ করলেন। তাঁর জয় হোক।

ভগবান জিন ঘাড় নেড়ে জানালেন, হ্যাঁ, এ আমি অবগতহয়েছি।

—আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

দেবদূতের অন্তর্ধানের অল্প পরেই বনে বনে বিহঙ্গকুল কলরব করে উঠল। ভিক্ষুগণ শয্যাত্যাগ করলেন। সূর্যোদয়েরচিহ্ন প্রকাশ পেল পূর্ব আকাশে। ভিক্ষু উপালী প্রতিদিনের মতোনির্বিন্ধ্যা নদীর শীতলজলে অবগাহন স্নান করতে চললেন।ভিক্ষু তিষ্য ভগবান জিনের জন্য দন্তকাষ্ঠ রেখে গেলেন।

এমন সময় অর্হৎ-জীবনের প্রথম নবীন প্রভাতে আয়ুষ্মানানন্দ ধীর পদবিক্ষেপে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সমীপে উপস্থিত হলেন।নিম্নস্বরে নতমস্তকে নিবেদন করলেন, ভন্তে, আমাকে যে জন্য উপসম্পদা দান করেছিলেন, তা আজ সফল হয়েছে। আমায়আশীর্বাদ করুন।

ভগবান বুদ্ধ বললেন, আমি জানি, নন্দ।তোমারজন্মগ্রহণ অদ্য সার্থক। আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর।

নন্দ বললেন, ভন্তে, আর একটি কথা

—বল।

—পূর্বে আমাকে আপনি একটি প্রতিশ্রুতি দানকরেছিলেন—

—করেছিলাম।

—ভন্তে, আমার আর তাতে কোনো আবশ্যক নেই।

—অপ্সরাদের তুমি গ্রহণ করতে চাও না ?

—ভন্তে, ক্ষমা করবেন। আপনিই আমায় সাংসারিকআসক্তি থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

—তোমার ভ্রম, নন্দ। মুক্তি কেউ কাউকে দিতে পারে না। তুমি নিজেই নিজেকে মুক্ত করেছ। আমি শুধু উপায় বলেদিয়েছি মাত্র। আর একটি কথা—

—ভন্তে, বলুন।

—আমি স্বর্গে তোমাকে নিয়ে যাইনি। এখানে এইবৃক্ষতলে বসেই ওই দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি। যখন দেখলাম, তোমার তরুণ চিত্তবৃত্তিনারীতে আসক্ত, তখন সেই পথেই যাতেতুমি প্রজ্ঞা-বিমুক্তি লাভ কর, তার জন্যে ওই একটি অলীককল্পনার আশ্রয় আমায় নিতে হয়। ওই সব অপ্সরা কোথাও ছিল না, স্বপ্নে-দৃষ্ট গন্ধর্বনারীর মতোই ওই স্বর্গও অলীক।